দৈনিক
জনকণ্ঠ

তারিখ ... 18 JUN 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ৮ ... কলাম ... ৩ ...

চরে শিক্ষাবঞ্চিত শিশু

সোনার বাংলা এখন ডিজিটাল বাংলার পথে। ডিজিটাল বাংলা-বাস্তবে রূপদান করতে শিক্ষার কোন বিকল্প নেই। রাজধানীসহ শহর ও উপজেলাভিত্তিক প্রাথমিক শিক্ষা চালু রয়েছে। সব এলাকায় প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত হয়নি। বিশেষ করে চরাঞ্চলে। প্রাথমিকে হোঁচট খেলে উচ্চ শিক্ষা বাধাগ্রস্ত হবে। এতে করে শিক্ষার হার হ্রাস পেতে থাকবে।

উত্তরবঙ্গের গাইবান্ধা জেলার ওপর দিয়ে তিনটি নদী প্রবাহিত। যুমনা, তিস্তা ও ব্রহ্মপুত্র। ভারতের পশ্চিমবঙ্গে তিস্তার উজানে বগলডোবা ও কুড়িগ্রামের উজানে অসমের দুবরী জেলার কিছুটা ভাটিতে ভারত তার নদীতে এককভাবে বাঁধ নির্মাণ করে পানি প্রবাহ পথে প্রবাহিত করার ফলে বাংলাদেশে তিস্তা, ব্রহ্মপুত্র ও যুমনায় অসংখ্য বড় বড় চর জেগেছে। এসব চরে বসতি গড়ে উঠেছে ৩০-৩৫ বছর আগে। এসব জনবসতিতে হাজার হাজার শিশু অন্ধকারের মধ্য দিয়ে বড় হচ্ছে। সেখানে জ্ঞানের আলো যথাসময়ে সঠিকভাবে পড়েনি। মেধা বিকাশে চরাঞ্চলের শিশুরা এখনও বঞ্চিত। দেশের উত্তর সীমান্ত জেলা কুড়িগ্রাম। গাইবান্ধার ভাটিতে বগুড়া হয়ে সিরাজগঞ্জ পর্যন্ত তিনটি নদীর উভয় পাড়ের মধ্যখানে চর এলাকায় অসংখ্য শিশু মা-বাবার সঙ্গে কাজে যেতে বাধ্য করা হচ্ছে।

এসব শিশু নদীর উভয় পাড়ের উপজেলা ও হাট-বাজারে মিস্তি, ইটভাঙ্গা প্রভৃতি ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত। অভাব দূর করতেই অভিভাবক বা পিতামাতা শিশুদের কাজ করাতে বাধ্য হচ্ছেন। এসব শিশু ঝরে পড়ার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত কিনা সেটিও অজানা। এমনিভাবে বিক্রমপুর ও শ্রীনগর, লৌহজং, দোহার, নবাবগঞ্জ উপজেলার পাশ দিয়ে প্রবাহিত পদ্মার মাঝ খানে স্থায়ী চরে অসংখ্য মানুষের বসবাস। এসব চরের শিশুরা পড়া-লেখা হতে সম্পূর্ণ বঞ্চিত। এসব চরাঞ্চলে কোন প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে ওঠেনি। বিকল্প ব্যবস্থার মাধ্যমে দেশের চরাঞ্চলে বসবাসরত শিশুদের মধ্যে শিক্ষার আলো পৌঁছে দেয়া সম্ভব। ভ্রাম্যমাণ স্কুলের মাধ্যমে শিক্ষা চালু করলে সুফল পাওয়া যেতে পারে। নাম হতে পারে ভাসমান স্কুল। সিলেটে বড় বড় হাওড়ে চরের শিশুদের শিক্ষাদান করছে দু'-একটি এনজিও। তাতে সুফল পাওয়া যাচ্ছে। ওরা নদীর চরে বাস করে বলেই কি শিক্ষাসুবিধা থেকে বঞ্চিত হবে?

মেছের আলী
শ্রীনগর, মুন্সীগঞ্জ